শিশুদের বিকাশ ব্যাহত করবেন না : রাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ছোটদের স্বাভাবিক বিকাশ বিঘ্নিত হয় এমন আচরণ না করতে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। 'শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসী হোন। তার ওপর মাত্রাতিরিক্ত অভিভাবকত্ব করবেন না। শিশুর রাজ্যে অনধিকার প্রবেশও তার মানসিকতার পক্ষে শুভ নয়।' দার্শনিক ইমারসন থেকে উদ্ধৃত করে রাষ্ট্রপতি অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেন কথাগুলো। রাষ্ট্রপতি গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে জাতীয় শিশু প্রতিযোগিতা পুরস্কার-২০১৭ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন।

রাষ্ট্রপতি শিশুদের অহেতুক প্রতিযোগিতার মধ্যে ঠেলে না দিতেও অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদ দার্শনিক প্লেটো থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'ধারণক্ষমতা অনুসারে শিক্ষা দেওয়া উচিত, তবেই শিশু একদিন কালজয়ী বিশেষজ্ঞ হতে পারে।' তিনি প্রতিবন্ধীসহ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতি বন্ধুসুলভ আচরণ করতে শিশুদের পরামর্শ দেন। শিশুদের প্রতিভা বিকাশে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করতে ও শিশুবান্ধব নতুন নতুন কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসতে সরকারি-বেসরকারি মহলের প্রতিও আহ্বান জানান তিনি।

সারা দেশ থেকে আসা বিজয়ী শিশুদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'তোমরা এখন থেকেই সত্য বলার চর্চা করবে। ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝতে শিখবে। নিজেরা কখনো অন্যায় করবে না, অন্যরাও যাতে অন্যায় করতে না পারে সে চেষ্টা করবে। তাহলেই জীবনে তোমরা সফল হবে।'

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান সেলিনা হোসেন শিশুদের বলেন, 'এখন সর্বক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা। মনে রেখ, ভয় আছে, পরাজয় নেই। পরাজয় নতুন স্বপ্ন দেখায়। সবই আছে আমাদের। সব সুযোগ কাজে লাগিয়ে তোমাদের বড় মানুষ হয়ে উঠতে হবে, ভেতরের আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণই বিজয়।'

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির পরিচালক আনজির লিটন। বিশেষ অতিথি হিসেবে শিশুদের প্রতি পরামর্শমূলক বক্তব্য দেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি ও সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি।

এবারের জাতীয় প্রতিযোগিতায় দুই লাখ ৩৫ হাজার ৩২৯ শিশু অংশ নেয় এবং ২১২ জন বিজয়ী হয়। অনুষ্ঠানের শেষ ভাগে রাষ্ট্রপতি শিশুদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগ করেন। সংগীত, নৃত্য, ক্রীড়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এবার প্রতিযোগিতায় 'বঙ্গবন্ধুকে জানো বাংলাদেশকে জানো' নামের নতুন বিভাগ যুক্ত করা হয়েছে।